B.A. Education (Honours)

SEMESTER – II

DSC - T - 3 : Psychological foundation of Education

Study Materials
by
Teacher - Namita Modak

Topic : Growth and Development

Stages and aspects of Development in human life ;

i) physical
ii) Mental
iii) Social
iv) Emotional
v) Cognitive & language development of Infancy, childhood and Adolescence period and respective educational programmes.

৩

মানসিক বিকাশ
(Mental Development)

মানসিক বিকাশ মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধির মাধ্যমে একত্রে যে মানসিক বিকাশ (Mental development) জন্মের পর থেকে শিশুর মানসিক [illegible] জন্ম অবস্থা থেকে প্রত্যক্ষণ (Perception), স্মৃতি (Memory), চিন্তন (Thinking), কল্পনা (Imagination) ইত্যাদির প্রক্রিয়ার ধীরে ধীরে বিকাশ হয়। **বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেই মানসিক বিকাশ বলা হয়।** [illegible] 'বৌদ্ধিক বিকাশ' [illegible] বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development) [illegible] বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ এখানে করা হল।

।। **এক** ।। মানসিক বিকাশ অর্থে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, বৃদ্ধি বা পরিণমন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের পর থেকে হতে থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার এইসব ক্ষমতা হ্রাস পায়।

।। **দুই** ।। মানসিক বিকাশের হার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম থাকে। কোনো মানসিক বৈশিষ্ট্য জন্মের পর থেকে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। আবার কোনো মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনেক দেরিতে শুরু হয়।

।। **তিন** ।। মানসিক বিকাশ, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় বিশেষ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

।। **চার** ।। মানসিক বিকাশ, ব্যক্তির শিখন (Learning), পরিণমন (Maturation) এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এগুলোর বিকাশ শ্রেণি অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অন্তর্গত।

।। **পাঁচ** ।। মানসিক বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যদিও সাধারণভাবে মানসিক বিকাশ একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে, তবু পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে এই নিয়মের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়।

।। **ছয়** ।। মানসিক বিকাশ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিল রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পরস্পর নির্ভরতার জন্য তারা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে বিকশিত হয়। এই কারণে জটিলতা দেখা দেয়।

।। **সাত** ।। মানসিক বিকাশ দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে। বিশেষভাবে স্নায়ুতন্ত্রের সংগঠনের উপর এর নির্ভরশীলতা বেশি। ব্যক্তির মানসিক বিকাশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসেই হয়। এই স্নায়ুতন্ত্র তার অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপন করে।

এইসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা এক এক করে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সীমাবদ্ধ করব জন্ম থেকে কৈশোরের (Adolescence) মধ্যে। তারপরেও মানসিক বিকাশ প্রাপ্তবয়সে ও বৃদ্ধ বয়সে হতে থাকে। সে সম্পর্কে আর আলোচনা আমরা বাড়াবো না।

[এক] সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের বিকাশ
Development of Sensation and Perception

সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ হল আমাদের প্রাথমিক বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান-আহরণের প্রক্রিয়া। জন্ম অবস্থায়, শিশুর কাছে বিশ্বজগৎ ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট মনে হয়। তার ইন্দ্রিয়গুলোও থাকে অপরিপক্ব এবং মন থাকে অভিজ্ঞতা

ব্যক্তির। তার প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ করা যায় শৃঙ্খলের অভাব, যার ফলে সে কোনো বস্তুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে না। তার সংবেদনকে পার্থক্য করার (Sensory discrimination) ক্ষমতাও থাকে কম। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংবেদনে আমরা পার্থক্যের ক্ষমতা লক্ষ করি। এর ফলে তার জীবনের অভিজ্ঞতার বিশেষভাবে কাজ করে। বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে টক, ঝাল, নুন, তেতো ইত্যাদি স্বাদগুলোকে সে বুঝতে পারে। লাল, নীল, সাদা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রঙে বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে আরম্ভ করে। প্রথমেই তার এই ধরনের সংবেদনগত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা জন্মে। পরিবেশগত দিক থেকে বস্তুকে পার্থক্য করার ক্ষমতাও তার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। জন্ম থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই এই ধরনের সংবেদনগত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতার বিকাশ হয় এবং পরবর্তীকালে এই ক্ষমতার মধ্যে আরও সূক্ষ্মতাবোধ জাগ্রত হয়। এই বোধ পরবর্তীকালে অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। প্রত্যক্ষণ এবং সংবেদন, পরস্পর সংযুক্ত বলে, সংবেদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষণেরও বিকাশ হয়। তবে দেখা গেছে, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে শিশুর অভিজ্ঞতার প্রভাব আরও অনেক বেশি। তা ছাড়া, শিশুর মানসিক অবস্থা (Mental set) তার প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির বিশ্বাস (Belief), মতামত (Opinion) এবং আদর্শ (Ideals) তার প্রত্যক্ষণের বিকাশে সহায়তা করে। এই গুণগুলো প্রধানত মানসিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে বলে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের বিকাশ সারা জীবনব্যাপী হয়ে থাকে। যে আদর্শ বা মানসিকতার বশবর্তী হয়ে কোনো বস্তুকে সে কৈশোরে প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত বয়সে তার আদর্শ ও মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সেই প্রত্যক্ষণের বস্তুকে সে অন্যভাবে দেখে। আবার বৃদ্ধ বয়সে তারও পরিবর্তন হয়। তাই সঠিক করে বলা মুশকিল প্রত্যক্ষণের বিকাশ ঠিক কত বয়স পর্যন্ত হয়। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, যে পর্যন্ত না স্থায়ী জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে, সে পর্যন্ত প্রত্যক্ষণেরও পরিবর্তন হতে থাকে।

[দুই] ধারণার বিকাশ
Development of concept

আমরা অভিজ্ঞতার বস্তুর সঙ্গে যে সাধারণ অর্থ যুক্ত করি তাকেই বলা হয় ধারণা (concept)। ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষের জীবন-বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণত শিশুর ঘর, গাছ, গোরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ অর্থযুক্ত অভিজ্ঞতাকেই আমরা বলি, ঘর সম্পর্কে ধারণা (Concept of house), গাছ সম্পর্কে ধারণা (Concept of tree), গোরু সম্পর্কে ধারণা (Concept of cow) ইত্যাদি। এই ধরনের সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বিশেষ কোনো একটি বস্তুকে বোঝাই না। 'পাখি' বলতে আমরা বিশেষ কোনো পাখিকে বোঝাই না, সমগ্র পাখি জাতিকে বোঝাই। 'মানুষ' বলতে কোনো বিশেষ মানুষকে বোঝাই না, সমগ্র মানব জাতিকে বোঝাই। এই ধরনের সাধারণ অর্থযুক্ত ধারণা, আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্টি হয়। তাই ধারণার বিকাশ (Development of concept) মানসিক বিকাশের একটু গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর জন্য দরকার হয় পৃথকীকরণ (Discrimination) এবং সামান্যীকরণের (Generalization) ক্ষমতা। ধারণার স্বরূপ

জন্মাবস্থায় শিশুদের মধ্যে এ রকমের ধারণা তো থাকেই না, তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও থাকে না বা পৃথকীকরণের ক্ষমতাও থাকে কম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম সামগ্রিক ধারণার উৎপত্তি হয়। যেমন, পাখির অভিজ্ঞতার জন্য তার প্রথম পাখি সম্পর্কে পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতার দরকার। অর্থাৎ, বিভিন্ন পাখিকে সে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যক্ষণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী পর্যায়ে এইসব অভিজ্ঞতাকে সে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক অংশগুলোকে খুঁজে বের করে। অর্থাৎ, কাক দেখে সে বুঝতে শেখে, তার ডানা আছে, তার পা আছে, সে উড়তে পারে ইত্যাদি। বাবুই পাখি দেখে তারও ওই রকম বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে; চড়ুই পাখি দেখেও ওই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে, এইসব বৈশিষ্ট্য-সংবলিত অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা সেগুলোকে বেছে নেয়। অর্থাৎ এক জোড়া ডানা আছে, উড়তে পারে, এসব গুণগত দিক থেকে যেসব প্রাণী এক, তাদের এক জাতীয় হিসাবে ধারণা বিকাশের পদ্ধতি

সরবরাহ করব তার সঙ্গে ওই রিপোর্টের তথ্যের অনেক অমিল আছে। আলোচনাকে আমাদের দেশে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে পারলে অনেক বাস্তব হত। যাই হোক, বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে আমরা দৈহিক বিকাশের সামগ্রিক একটি রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

উচ্চতার ক্রমবিকাশ

।। এক।। **দৈহিক উচ্চতার বিকাশ** (Development of Height) : জন্মাবস্থায় মানব শিশুর দৈর্ঘ্য উনিশ থেকে কুড়ি ইঞ্চির মধ্যে থাকে। এর কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তা বিশেষভাবে বাবা-মায়ের উচ্চতা, বা অনেক সময় জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়। জীবনের প্রথম দু'বছর এই উচ্চতা বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত থাকে। দুই বছর বয়সের পর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এই হার কিছু বেশি হয়। এই বয়স পর্যন্ত ছেলেদের এবং মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম থাকে। কিন্তু দশ বছরের পর দেখা যায় মেয়েদের উচ্চতা হঠাৎ খুব বেশি হারে বাড়ছে এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত এই হার বজায় থাকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে দশ থেকে বারো বছর পর্যন্ত উচ্চতা বৃদ্ধির হার আবার একটু কম দেখা যায়। কিন্তু তার পরেই দ্রুত হারে বাড়ে প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে পনেরো বছরের পর থেকে ছেলেদের এবং মেয়েদের উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য হতে থাকে এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় ছেলেদের গড় উচ্চতা মেয়েদের থেকে একটু বেশি। আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে। **মেরিডিথ** (H.V. Meredith), **ওয়েটজেল** (N.C. Wetzel) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, উন্নত ধরনের খাদ্য (Good food), বুদ্ধি (Intelligence), এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা (Socio-economic condition) ব্যক্তির উচ্চতা বিকাশের কতকগুলো সহযোগী শর্ত।

ওজনের ক্রমবৃদ্ধি

।। দুই।। **দৈহিক ওজনের বিকাশ** (Development of weight) : জন্মাবস্থায় শিশুর ওজন সাড়ে পাঁচ পাউন্ড থেকে নয় পাউন্ডের মধ্যে থাকে। এটাই সাধারণ ওজন। এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সঠিকভাবে গড় ওজন বলা মুশকিল। তবে সাধারণভাবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে হালকা হয়। প্রথম পর্যায়ে জন্মের পর ওজন কমতে থাকে। মোটামুটি একটি হিসাব থেকে জানা যায়, প্রথম সাতদিনে প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ ওজন কমে যায়। কিন্তু তার পরেই ওজনের বৃদ্ধি হয় এবং চার মাস বয়সে তার ওজন দ্বিগুণ হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, তিন বছর বয়স পর্যন্ত বছরে গড়ে প্রায় পাঁচ পাউন্ড করে ওজন বাড়ে। তারপর এগারো-বারো বছর পর্যন্ত ওজনের বৃদ্ধির হার খুবই কম থাকে। কিন্তু এগারো-বারো বছরের পর আবার হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণভাবে লক্ষ করা গেছে ছেলেদের দেহের ওজন মেয়েদের চেয়ে সব সময়েই বেশি থাকে। কেবলমাত্র কৈশোরের আবির্ভাবের তারতম্যের জন্য এগারো থেকে চোদ্দো বছরের মধ্যে মেয়েদের ওজন ছেলেদের তুলনায় কিছু বেশি হয়। কিন্তু পরে ছেলেরাই গড়ে বেশি ওজনের অধিকারী হয়।

দৈহিক কাঠামোর ক্রমবৃদ্ধি

।। তিন।। **দৈহিক কাঠামোর বিকাশ** (Development of Anatomical structure) : শুধুমাত্র ওজন আর উচ্চতার বিকাশ হয়, তাই নয়। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও পৃথক পৃথক ভাবে বিকাশ হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে এই বিকাশের হার ভিন্ন। তবে উচ্চতা বিকাশের আনুপাতিক হারে এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হয় এবং প্রায় আঠারো বছরের মধ্যে এই বিকাশ শেষ হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রথম মাথার (Head) কথা বলা যাক। মাথার বিকাশের হারও কম, পরিমাণও কম। প্রায় শতকরা 95 ভাগ বিকাশের কাজ বারো বছর বয়সের মধ্যে শেষ হয়। এখানেও দেখা গেছে ছেলেদের মাথার আয়তন সব স্তরেই মেয়েদের চেয়ে বড়ো হয়। সারা **মুখের অবয়বেরও** (Facial structure) পরিবর্তন হয় জন্মের পর। জন্মের সময় মুখের যে গোল ভাব থাকে তা ক্রমে ডিম্বাকৃতি ধারণ করে। কপাল চওড়া হয়। চোয়ালের হাড় বৃদ্ধি হয় ধীরে ধীরে এবং তার ফলে মুখের অবয়বে কাঠিন্য দেখা দেয়। জন্মের পর **নাকের** (Nose) আকৃতিরও পরিবর্তন হয় এবং তেরো থেকে চোদ্দো বছর বয়সের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। **দেহকাণ্ডের** (Trunk) পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে হয়ে থাকে। ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিকাশ ভিন্ন রূপ নেয়। জন্মাবস্থায় দেহকাণ্ডের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য থাকে, যেমন উপরের অংশ ভারী থাকে, তা ক্রমে বিকশিত হয়ে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে।

স্নায়ুতন্ত্রের সংগঠনের বৃদ্ধি

।। চার।। **স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ** (Development of Nervous System) : জন্মের পর থেকে স্নায়ুতন্ত্রের খুব দ্রুত বিকাশ হয় এবং তার জটিলতাও বাড়ে। যে স্নায়ুকোশ দিয়ে স্নায়ুগুলো গঠিত, তারাও যেমন বিকশিত হয়,

প্রকাশ করতে শেখে সেদিকে তিনি লক্ষ রাখবেন। অন্যের প্রতি ঈর্ষাবোধ যাতে জাগ্রত না হয়, সে বিষয়ে অভ্যাস গঠন করার দরকার। সবশেষে, বয়স-উপযোগী মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক বিকাশ পরিপূর্ণ হবে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও সফল হবে।

ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা এবং অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি, কোনো বিশেষ উদ্দীপকের অবস্থান, তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। তার সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ব স্মৃতি তার মধ্যে এখন রাগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পূর্বে হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে রাগ হত না। কিন্তু তার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ পূর্ব অভিজ্ঞতা শিশুর মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। কল্পনার বিকাশের ফলেও মানুষের প্রক্ষোভের উদ্দীপনার বিস্তৃতি হয়। কোনো বিশেষ অবস্থার কাল্পনিক প্রত্যাশা (Expectation) আমাদের মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ ও অতীত ধারণা না থাকার দরুন ও কল্পনাশক্তির বিকাশ না হওয়ার দরুন, তার প্রক্ষোভ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার বিকাশের ফলে, কাল্পনিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রক্ষোভের বিস্তৃতি কল্পনাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়।

অন্যদিকে, বিপরীত কতগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, শিশু অবস্থায় যেসব পরিস্থিতি পূর্বে তার অস্তিত্বের পরিপন্থী মনে হত, এখন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তা আর মনে হয় না। ফলে, যে উদ্দীপক পূর্বে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করত, এখন আর তা করে না। যেমন, ছোটো শিশুরা কুকুর দেখলে ভয় পায়, কিন্তু বড়ো হয়ে গেলে, তার থেকে আর ভয়ের আশঙ্কা থাকে না বলে, ভয়ও থাকে না। শিশু অবস্থায় জোর শব্দ শুনলেই ভয় পায়, কিন্তু প্রক্ষোভের বিকাশ হলে লক্ষ করা যায় সব সময় জোর শব্দে ভয় জাগে না। সুতরাং, প্রক্ষোভের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন নতুন নতুন উদ্দীপক, প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি কিছু কিছু পুরাতন উদ্দীপক প্রক্ষোভ জাগরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। **জারশিল্ড** (Jersield) মন্তব্য করেছেন—"As a child matures, as his activities and interest expand and as he gains in understanding of the world about him, the circumstances arouse his emotion changes."[1] এই পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতানির্ভর।

[দুই] প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ

Development of Emotional Reactions

প্রক্ষোভমূলক আচরণ বাল্যকাল থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। জন্মাবস্থায় শিশুদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি যেমন সামগ্রিক থাকে, তেমনি তার প্রতিক্রিয়াও সামগ্রিকভাবে লক্ষ করা যায়। **ব্রিজ** (Bridges) বলেছেন দু'ধরনের প্রাথমিক অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁর মতে তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভের এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া (Differentiation) শুরু হয়। **আনন্দ** (Delight) এবং দুঃখভাব (Distress) এই দু'ধরনের অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রক্ষোভের বিকাশ হয় পৃথকীকরণের মাধ্যমে। প্রায় ছ'মাস বয়সে আনন্দ থেকেই হর্ষের (elation) প্রক্ষোভের উৎপত্তি হয়। ন-দশ মাস বয়সে এই প্রক্ষোভ থেকেই বড়োদের প্রতি ভালোবাসার প্রক্ষোভ জাগে। আরও পরে, প্রায় পনেরো মাস বয়সে, সমবয়সিদের প্রতি ভালোবাসা দেখা দেয়। পরে, দেড় বছর বয়সের পর শিশুদের মধ্যে **উল্লাসের** (Joy) প্রক্ষোভ দেখা দেয়। অন্যদিকে দুঃখভাব (Distress) থেকে চার মাস বয়সে রাগের (Anger) পৃথকীকরণ হয়। পাঁচ মাসে **বিরক্তির** (Disgust) এবং ছ'মাস বয়সে ভয়ের (Fear) পৃথকীকরণ হয় এই দুঃখভাব থেকেই। পনেরো মাস বয়সের পর শিশুর মধ্যে **হিংসা** (Jealousy) দেখা দেয়। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভের যেমন পৃথকীকরণ হচ্ছে, তেমনি তার আচরণেরও পৃথকীকরণ হচ্ছে প্রক্ষোভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শৈশব অবস্থা থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশের ফলে, মানুষ অনেক সূক্ষ্মভাবে প্রক্ষোভকে প্রকাশ করতে পারে। যে রাগ (Anger) প্রকাশ করার জন্য সে ছোটোবেলা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করত, সঙ্গে সঙ্গে জামা ছিঁড়ে ফেলত, মাথা ঠুকতো, সে আর বড়ো বয়সে এ রকম আচরণ করে না। অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে রাগকে প্রকাশ করতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে দেখা যায়, সে রাগ

1. Emotional development : A. T. Jersield : Educational Psychology (ed Skinner)

হয়তো শুধুমাত্র গালাগালির দ্বারা প্রকাশ করছে; বা তার মধ্যে এমন কতকগুলো আচরণগত বৈশিষ্ট্য বিকাশলাভ করেছে, যার দ্বারা সে রাগ প্রকাশ করে। যে শিশু ভয় পেলে কাঁদতো, আঁকড়ে ধরতো বা দৌড়ে পালাতো, বড়ো বয়সে সেই ভয়কে প্রকাশ করার জন্য আর এ রকম আচরণ করে না। এমনও অবস্থা হয়, নিজের ভয়মূলক

বয়স		তিনমাস	ছয় মাস	নয় মাস	বার মাস	পনের মাস	আঠার মাস	একুশ মাস	দু'বছর
উত্তেজনা	আনন্দ		হর্ষ						
			বড়োদের প্রতি ভালোবাসা			ছোটোদের প্রতি ভালোবাসা			
							উল্লাস		
	দুঃখভাব	রাগ							
			বিরক্তি						
			ভয়		হিংসা				

অনুভূতির কোনো বাহ্যিক প্রকাশ ব্যক্ত নাও করতে পারে। এমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভমূলক আচরণের বিকাশ হয় এবং ক্রমে ব্যক্তির মধ্যে এইসব আচরণ ব্যক্তিসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব রূপ ধারণ করে। এই ধরনের বিকশিত স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক আচরণ পরবর্তীকালে ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ হিসাবে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশের কতকগুলো কারণ আছে। তাঁরা মনে করেন, প্রক্ষোভের এই আচরণগত এবং অনুভূতিমূলক বিকাশ কতকগুলো কারণে হয়। এইসব কারণগুলো হল— **[এক]** অনেক সময় প্রক্ষোভমূলক আচরণ ব্যক্তির মানসিক অবসাদের (Mental fatigue) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব বেশি অবসাদের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। **[দুই]** অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্য তার প্রক্ষোভের প্রকৃতি নির্ণয় করে। সুস্থ দেহ সুস্থ প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করে। **[তিন]** সামাজিক প্রভাবের দ্বারা প্রক্ষোভের বিকাশ হয়। অন্যের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া শিশুরা অনুকরণ করে। বিশেষভাবে শৈশবে লক্ষ করা যায়, শিশুরা ভাই বোন, মা বাবা ইত্যাদিদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। **[চার]** প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ পরিণমনের (Maturation) উপর অনেক সময় নির্ভর করে। এইসব আচরণের যে নির্দিষ্ট গতি আমরা পরবর্তীকালে লক্ষ করি, তার মূলে আছে দৈহিক পরিণমন। দৈহিক পরিণমনের ফলে শিশুর যখন দেহের বিশেষ অংশে কাজের ক্ষমতার পৃথকীকরণ হয়, তখন তার প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াও বিশেষ অঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। **[পাঁচ]** প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ অনেক ক্ষেত্রে অনুবর্তনের জন্য হয়ে থাকে। ওয়াটসন তাঁর লিটার আলবার্টের পরীক্ষায় (শিখনের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) কীভাবে শিশুদের মধ্যে প্রক্ষোভিক অনুবর্তন হয়, তার বিবরণ দিয়েছেন। এই মতানুযায়ী কোনো বিশেষ বস্তু বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত প্রক্ষোভ অনুবর্তনের দ্বারা অন্য কোনো বস্তু বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই ধরনের অনুবর্তন কোনোরূপ সচেতন মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনের

প্রক্ষোভিক বিকাশের কারণ

১১ মানব জীবনের বিকাশ (Human Development)

বিকাশ-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন

জীবনের প্রতিমুহূর্তে, ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন—**বৃদ্ধি** (Growth), **বিকাশ** (Development), **পরিণমন** (Maturation) ইত্যাদি। তাই 'বিকাশ' বলতে আমরা কী বুঝি, তা প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। দুটো প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন (Change) আনতে সক্ষম। কিন্তু 'বৃদ্ধি' বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (Change in size and volume) বুঝি। আর 'বিকাশ' (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (Change in shape) এবং কাজের উন্নতিকে (Improved function) বোঝাতে চাই। 'বৃদ্ধি' (Growth) কথাটির দ্বারা আমরা মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব তাৎপর্যহীনভাবে (Casual) বোঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Development) কথাটি ব্যবহার করি, তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝাতে চাই। যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের কাঠামো লম্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বোঝাতে চাই। যখন বলি, শিশুটির দৈহিক বিকাশ হয়েছে, তখন শুধুমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বোঝাই না, সেগুলোর পরিবর্তন হওয়ার ফলে তার যে কর্মক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোঝাতে চাই। তা ছাড়া, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটি পার্থক্যের দিক হল—বৃদ্ধি (Growth) সাময়িক প্রক্রিয়া, কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Continue throughout life)। বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও বিকাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সুতরাং বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশ (Development) কথা দুটো ব্যবহার করার সময় তাদের মৌলিক তাৎপর্যগুলোর কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এই পার্থক্যের দিকগুলো নীচে তালিকাবদ্ধ করা হল—

বৃদ্ধি (Growth)	বিকাশ (Development)
১। বৃদ্ধি হল আকার বা আয়তনের পরিবর্তন।	১। বিকাশ হল আকৃতি ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।
২। বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য (Measurable)।	২। বিকাশের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণযোগ্য (observable)।
৩। পরিণমনে বৃদ্ধির সমাপ্তি।	৩। বিকাশ জীবনকাল ব্যাপ্ত।
৪। বৃদ্ধি সাধারণত দৈহিক পরিবর্তনকে বলা হয়।	৪। বিকাশ কথাটি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি সব দিকের পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।
৫। বৃদ্ধি পরিমাণগত পরিবর্তন।	৫। বিকাশ গুণগত পরিবর্তন।

সুতরাং, এই পার্থক্যমূলক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বিকাশ-প্রক্রিয়ার (Development process) একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি।

জীবনব্যাপী ক্রম-উন্নতিশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ (Development is the continuous progressive change in the organisation)। যদিও প্রক্রিয়াটি কী, তা বোঝানোর জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের মধ্যে পার্থক্য করলাম, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতিতে এই দুটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় না। কারণ, পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া (Quantitative change) গুণগত পরিবর্তনকে (Qualitative change) উপলব্ধি করা যায় না। গুণগত পরিবর্তন ছাড়া পরিমাণগত পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। তাই এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

তেমনি তাদের সংখ্যাও বাড়ে। তিন-চার বছর বয়স পর্যন্ত এই বিকাশের হার খুব বেশি থাকে। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে মস্তিষ্কের বিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চার বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক (Brain) খুব দ্রুত হারে বাড়ে, তারপর তার বিকাশের হার কমে যায়। তারপর আবার আট বছর বয়সের পর এই হার বাড়ে এবং ষোলো বছর বয়সে পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই বয়সের পর মস্তিষ্কের আয়তন বাড়ে না ঠিকই, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে থাকে।

বিভিন্ন তন্ত্রের বৃদ্ধি

।। পাঁচ ।। যান্ত্রিক বিকাশ (Organic Development) : জন্মের পর দেহের বাইরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে শুধু আকারে বাড়ে তাই নয়, দেহের মধ্যেকার বিভিন্ন যন্ত্রেরও বিকাশ হয়। এইসব যন্ত্রের বিকাশও ওজন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশকেও সহায়তা করে। এ ধরনের বিকাশ দেহের বিভিন্ন যান্ত্রিক সংগঠনের ও তন্ত্রের হয়ে থাকে, যেমন—রক্ত সংবহনতন্ত্র (Circulatory system), শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system), পাচনতন্ত্র (Digestive system), গ্রন্থিতন্ত্র (Glandular system), যৌন অঙ্গ (Reproductive organ) ইত্যাদি সমস্ত যান্ত্রিক তন্ত্রেরই পরিবর্তন হয়। হৃদযন্ত্র (Heart) এবং ফুসফুস (Lungs) এর বিকাশ নিজস্ব প্রকৃতিতে হয়। ছয় থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্র, মেয়েদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো থাকে। কিন্তু বিকাশের তারতম্যের নমুনা লক্ষ করা যায়, নয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সের মধ্যে ঠিক এর উলটো হয়। তেরো থেকে চোদ্দো বছরের পর ছেলেদের হৃদযন্ত্র দ্রুতহারে বাড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তার বিকাশের হার খুব কম থাকে। রক্তবহা নালিগুলোও (Veins and arteries) দেখা গেছে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ে। কিন্তু তারপরে তাদের বিকাশের হার কমে যায়। বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের এবং মেয়েদের রক্তের চাপের পরিমাণেরও তারতম্য দেখা যায়। ফুসফুসের আয়তনও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। পাচননালির বিকাশের ফলে খাদ্য হজমের জন্য অনেক বেশি সময় লাগে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাশয় অনেকক্ষণ মূত্র ধারণ করতে সক্ষম হয়। এমনি প্রায় সমস্ত রকম দেহযন্ত্রের আয়তন ও কাজের বিকাশ হয়। দেহযন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হল গ্রন্থির (Gland)। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিগুলোর ক্রিয়া বাড়তে থাকে এবং তারা অন্যান্য দেহযন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করে। যৌন গ্রন্থির (Gonads) বিকাশ অনেক পরে হয়, কৈশোরের প্রারম্ভে।

দেহ-সঞ্চালনের বিকাশ

এ ধরনের দেহযন্ত্রের বিকাশ ছাড়াও দেহযন্ত্রের কাজেরও বিকাশ হয় জন্মের পর থেকে। বিশেষভাবে কর্মেন্দ্রিয় বা পেশির কাজের দক্ষতা বাড়ে। এই ধরনের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor development) বলা হয়। **দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা এবং কর্মেন্দ্রিয়সমূহের নিখুঁত ব্যবহারের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলা হয়।** (The development of strength, co-ordination, speed and precision in the use of muscle is called motor development)। শিশুর জীবন-বিকাশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে পেশির মধ্যে সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলে। শিশুদের **দু'মাস** বয়সে তার ঘাড় শক্ত হয়, শুয়ে শুয়ে মাথাটা তুলতে পারে। **চার মাস** বয়সে, কেউ সাহায্য করলে ঘাড় শক্ত করে সোজা হয়ে বসতে পারে। **ছয় মাস** বয়সে, বসে থাকতে পারে। **আট মাস** বয়সে, ধরে রাখলে দাঁড়াতে পারে; ওই সময় হামাগুড়ি দিতে শেখে। **দশ থেকে এগারো মাসে** অন্যের হাত ধরে হাঁটতে পারে। **চোদ্দো মাস** বয়সে কোনো সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে পারে। কিন্তু হাঁটতে গেলেই পড়ে যায়। সবশেষে প্রায় **পনেরো মাস** বয়সে একা একা হাঁটতে পারে। এমনিভাবে তার দেহের পেশির ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয় এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য বিধানের ফলে তারা দাঁড়ানোর বা চলার কাজ করে। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন শিশুদের দাঁড়াতে বা হাঁটতে যে সময় লাগে, অন্যান্য পেশির সমন্বয়মূলক কাজ শিখতে অত সময় লাগে না। এ কথাও অনেকে বলেছেন, হাঁটার বিকাশের অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে তারা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নিজে খাওয়া, নিজে কাপড় পরা, দৌড়ানো, লাফানো, গাছে চড়া, ঢিল ছোঁড়া এই ধরনের কাজ সঞ্চালনমূলক বিকাশের ফলে হয়ে থাকে। সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিশুদের স্বাধীনভাবে

[illegible]

ব্যক্তি-জীবনে মানসিক বিকাশের গুরুত্ব
Importance of Mental development in Individual's life

ব্যক্তি-জীবনে মানসিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব-প্রকৃতিকে সার্থকভাবে [illegible] দৈহিক বিকাশের মতো মানসিক বিকাশ [illegible] যেমন প্রয়োজন, মানসিক বিকাশও তেমনি প্রয়োজন। বিশ্ব-প্রকৃতির উপলব্ধি করার জন্য [illegible] মানসিক সংগঠন দরকার। [illegible] সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ [illegible] বিকাশ (Concept) এই সব অভিজ্ঞতা [illegible] ব্যক্তিজীবনে [illegible] স্মৃতির বিকাশ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞতার [illegible] ভাষার বিকাশ (Language development) ব্যক্তিজীবনের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষার বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে বার্নার্ড (Barnard) বলেছেন, [illegible] অতীত এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে সহায়তা করে। সুতরাং সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মানসিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন।

মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা
Mental Development and Education

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে দুদিক থেকে বিচার করতে হবে। প্রথমত ❒ মানসিক বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে শিক্ষার কাজকে পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত ❒ শিক্ষার দ্বারা মানসিক ধারাকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর মানসিক প্রবৃত্তির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে একদিকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করতে হয়, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবৃত্তি তাঁকে তৈরি করতেও হয়। এই প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে শিশুর মানসিক বিকাশের দিক থেকে আসে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর এই মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দিতে হবে। যখন তার মানসিক অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়, তখন তার শিক্ষাও মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে হওয়া দরকার। তাই শৈশবের শিক্ষা বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক পরিচালনা করবেন। ভাষার বিকাশকে যথাযোগ্যভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে হলে শিক্ষককে বিশেষ বিশেষ বিকাশের স্তরকে পর্যালোচনা করতে হবে। পড়া বা লেখা শেখার পূর্বে, ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। ভাষার মাধ্যমে শিশুরা যাতে

৪৮

নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের মনের ভাব বুঝতেও পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু ভাষার বিকাশের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। শিক্ষককে এ সব অসুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। অনেক সময়, এক রকম শব্দকে অন্য হিসাবে তারা প্রকাশ করে, অনেক সময় শব্দ বা বাক্য লিখতে লিখতে অক্ষর বা শব্দ বাদ দিয়ে চলে যায়, কোনো সময়ে বর্ণ বিপর্যয় হয়। এই ধরনের অসুবিধা যাতে দূর করা যায় তার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। সমস্যা সমাধানের বিকাশের ব্যাপারেও বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। শিক্ষককে মনে রাখা দরকার, ছোটো ছেলেদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং বয়স্কদের সমস্যাসমাধানের ক্ষমতা এক নয়। সুতরাং শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নির্বাচন করতে হবে। সমস্যা তাদের বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচন না করলে শিক্ষার্থীরা তা সমাধান করতে পারবে না এবং বারবার অকৃতকার্যতার ফলে তাদের মনে হতাশার ভাব সৃষ্টি হবে। শিশুর মৌলিক বিকাশেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এ ব্যাপারে। মৌলিক বিকাশ বা সামগ্রিকভাবে মানসিক বিকাশ সম্পর্কে একটি কথা শিক্ষকের মনে রাখার দরকার যে, এই বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখে, মানসিক বিকাশ যে প্রকৃতি তৈরি করে দেবে, তাই নিয়েই শিক্ষককে কাজ করতে হবে। এইজন্য শিক্ষকের এই বিকাশের ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার দরকার।

শিক্ষার দ্বারা মানসিক বিকাশ

অন্য দিক থেকে আমরা লক্ষ করেছি, মানসিক বিকাশ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা আসে শিক্ষার মাধ্যমে। তাই শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশেই সন্তুষ্ট থাকবেন না, তার মানসিক বিকাশের পরিমাণকে যাতে বাড়ানো যায় তার চেষ্টাও করবেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের একটি দিক হল মানসিক বিকাশের দিক। সেই মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে যেমন হয়, অন্যের প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে বাড়ানো যায়। ভাষার বিকাশ, চর্চার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা যায়। তাই শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করা, যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা চর্চার সুযোগ পাবে এবং তাদের শব্দভাণ্ডারকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবে। সংখ্যার ধারণাও (Number) শিক্ষার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন বস্তু বা সংখ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বোধগম্যতা শিক্ষার সাহায্য ছাড়া বিকাশ করা যায় না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা (Concept), বিশ্লেষণ ছাড়া বিকাশলাভ করে না। এই ক্ষমতার বিকাশের জন্য শিক্ষক পাঠ্যবস্তু উপস্থাপনের সময়, তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। এর ফলে তাদের সামান্যীকরণের অনেক সুবিধা হবে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ পরস্পর নির্ভরশীল। তাই মানসিক বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষকের যেমন সাধারণ ধারণা থাকার দরকার, অন্য দিকে শিক্ষার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁর সচেষ্ট হওয়া দরকার।

সামাজিক পরিণমনের বৈশিষ্ট্য

(group) কতকগুলো করে নির্দেশ বা আচরণ আছে, যেগুলোকে ব্যক্তির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ বয়সের পরিবর্তন দ্বারা আচরণগত সামাজিক বিকাশের একটি আদর্শগত লক্ষ্য আছে। পরিণত বয়সে তার স্বরূপ কী, সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকার দরকার। পরিণত জীবনে সামাজিক পরিণমনের বৈশিষ্ট্য হল—

।।এক।। সহকর্মীদের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার ক্ষমতা।

।।দুই।। সকলের প্রতি সমবেদনা-বোধ।

।।তিন।। উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন।

।।চার।। প্রাক্ষোভিক পরিণমন।

।।পাঁচ।। সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ।

।।ছয়।। অন্যের প্রতি সৌজন্যবোধ।

।।সাত।। একতা, আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

।।আট।। অন্যের স্ব-ইচ্ছাকে ব্যাহত না করে নিজের ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা।

।।নয়।। সামাজিক কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে পালন করার ক্ষমতা।

।।দশ।। সামাজিক আদর্শকে সামনে রেখে আত্মত্যাগ করার ক্ষমতা।

।।এগারো।। পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত হওয়া।

এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিলে, তবেই তাকে আমরা বলব সামাজিক জীবনে দিক থেকে সে পরিণত। এই পরিণতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একদিকে ব্যক্তিকে সচেষ্ট হতে হবে, অন্যদিকে পরিবেশশক্তির প্রভাবকে তার উপর যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে।

সামাজিক বিকাশের সহায়ক শর্ত
Factors Affecting Social Development

প্রথমত ☐ সামাজিক বিকাশের জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন, তেমনি কিছু বাহ্যিক উপাদানও তার এই বিকাশে সহায়তা করে। এই সব বিকাশ-সহায়ক শর্তের মধ্যে, গৃহ-পরিবেশের প্রভাব (Influence of Home) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সামাজিক বিকাশ গৃহ পরিবেশের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্বেই আমরা বলেছি, সামাজিক বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই বিকাশ সমাজ-পরিবেশেই সম্ভব। শিশুর কাছে প্রথম সমাজ পরিবেশ হল তার গৃহ পরিবেশ। তাই সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার প্রভাব এত গুরুত্বপূর্ণ। এই গৃহ পরিবেশে বাবা, মা, ছোটো-বড়ো ভাই বোনদের প্রভাব শিশুর সামাজিক বিকাশের ধারাকে প্রথম স্তরে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়েই শিশুর আচরণের প্রথম সামাজিকীকরণ হয়। মনোবিদ্ হিথারিংটন (Hetherington)[1] বলেছেন, পরিবারের মধ্যে পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যেকার সম্পর্ক শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। তিনি বলেছেন, এই সম্পর্কের দরুন শিশুর মধ্যে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয় তা তার পরবর্তী সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত ☐ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) শিশুর আচরণধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বয়স্কদের অনেক আচরণ এবং আমাদের সমাজব্যবস্থার অনেক রীতিনীতিই ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শিশুর সামাজিক আচরণ বিকাশে এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কোন আচরণ করা উচিত, কোন্ আচরণ করা উচিত নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারা। মনোবিদ্ পাওয়ার্স (Powers) বলেছেন,—"... religion plays a dominant part in the determination of the direction of social functioning of the individual."[2]

1. The early parent child relationships are important because they serve as the initial social relationship which will shape the child's expectancies and responses in subsequent social encounters. — Child Psychology : Hetherington & Parke.
2. Educational Psychology : Powers.

তৃতীয়ত ☐ রাষ্ট্র বা সরকার (Government) সমাজের আর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান, যার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সরকার বা রাষ্ট্রের এই দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশেও সে প্রভাব বিস্তার করে। যে রাষ্ট্রের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, সেই রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র শিশুর সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। যে দেশে কোনো বিশেষ আচরণ করা নিষিদ্ধ, সেই দেশের শিশুদের আচরণ সেইভাবে গড়ে ওঠে।

চতুর্থত ☐ ভাষা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষাই ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম। ভাষার মধ্যে দিয়েই এক ব্যক্তি তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করে। সামাজিক বিকাশ পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। তাই ভাষা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পঞ্চমত ☐ শিক্ষাও (Education) ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ধারার অবিচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখা এবং সমাজ উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবে, তার দ্বারা সমাজ-কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। সুতরাং তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

ষষ্ঠত ☐ ব্যক্তির বুদ্ধি অনেকাংশে তার সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের যথাযথ প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি কীভাবে কোন্ বিশেষ সামাজিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবে, তার উপর নির্ভর করে তার সামাজিক বিকাশের প্রকৃতি। ব্যক্তির এই প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে, তার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন। যে ব্যক্তি যত বেশি বুদ্ধিমান, সে তত বেশি পরিমাণ সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে। অভিযোজনের প্রকৃতিও তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সামাজিক বিকাশের হার ও প্রকৃতির উপর বুদ্ধির প্রভাব আছে। তা ছাড়া শিশুদের বুদ্ধির পরিমাণের কথা বিবেচনা করে আমরা তাদের প্রশংসা করি। এই ধরনের প্রশংসা বা তিরস্কার সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সপ্তমত ☐ ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ (Socio-economic environment) তার সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর শিশুর সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে শিশু খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকে বড়ো হয়, তার সামাজিক বিকাশের ধারা তার জীবন পরিবেশ অনুযায়ী হয়; আবার যে শিশু ভালো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়, তার পক্ষে সহজে সমাজ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর (Socio economic status) অনেক সময় শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভাবগ্রন্থি (Complex) সৃষ্টি করে এবং এই ভাবগ্রন্থি তার সামাজিক মনোভাব (Social attitude) বিকাশে সহায়তা করে; এই অবস্থা শিশুর নৈতিক মান নির্ধারণেও কাজ করে। ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের (Socio-economic status) প্রতি সন্তুষ্টি দ্বারা তার সামাজিক অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয়। কু-লীন এবং লী (Kuhlen and Lee) তাঁদের এক পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

সবশেষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নীতি (Individual difference) সাধারণভাবে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ নিয়মানুসারে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে সামাজিক বিকাশ ব্যক্তির নানা রকম দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যে পরিমাণে আছে, সেই অনুপাতে তার সামাজিক বিকাশ হয়। এই পার্থক্যের দরুন কারও মধ্যে কোনো বিশেষ সামাজিক গুণ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। আবার কারও মধ্যে কোনো গুণ কম পরিমাণে দেখা যায়।

N. M

উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেসব শিশুর বয়সোপযোগী দেহ সঞ্চালনের বিকাশ হয়নি, তারা এই হীনম্মন্যতার জন্য সাথিদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে চায় না। ফলে তাদের সামাজিক বিকাশও ব্যাহত হয়। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা ব্যক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে দৈহিক বিকাশ ও দেহ সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

শিক্ষা ও দৈহিক বিকাশ

Education and Physical Development

দৈহিক বিকাশ ও বিদ্যালয়

শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক বিকাশের গুরুত্বকে আর বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। কারণ শিক্ষার্থীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার জৈবিক সত্তা। তাই সেই জৈবিক সত্তাটাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দিকের বিকাশ সম্ভব নয়। তা ছাড়া যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই দৈহিক বিকাশ তার মানসিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের বিকাশের সহায়তা করে। সুতরাং, প্রগতিশীল আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের এই দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু, এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়, তা হল দৈহিক বিকাশ নিজস্ব নিয়মেই হয়ে থাকে। তাকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের দ্বারা আনা যায় না। তা হলে বিদ্যালয় বা শিক্ষকের এ সম্পর্কে কী দায়িত্ব থাকতে পারে। দায়িত্ব কিছু নিশ্চয় আছে। সে দায়িত্ব শিক্ষক দু'দিক থেকে পালন করতে পারেন। **প্রথমত** ❑ শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে; **দ্বিতীয়ত** ❑ দৈহিক বিকাশের নীতি এবং পরিমাণকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাভিমুখী পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে।

দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা

ব্যক্তিজীবনের বিকাশ যেহেতু দৈহিক বিকাশের উপর নির্ভর করে, সেহেতু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে সেই ধারাকে অনুশীলন করা। শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাঁরা প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী যদি দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ধীরগতিসম্পন্ন হয়, তা হলে কীভাবে তার বিকাশের হার বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষককে অবগত হতে হবে, এবং আনুপাতিক হার বৃদ্ধি করার জন্য তাঁকে সচেষ্ট হতে হবে। যদি কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীর এই বিকাশের হার বেশি হয়, তা হলে তাকেও তিনি দলের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করবেন। এই ধরনের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তাকে কোনো মতে অবহেলা করা উচিত নয়।

দেহচর্চার সুযোগ

শিক্ষকের কাজ বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশে অনেকাংশে সহায়তা করে। যদিও দৈহিক বিকাশের ধারা প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ, তবুও পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, তাকে কিছুটা ত্বরান্বিত করা যায়। বা, অনেক সময় চর্চার দ্বারা দৈহিক অঙ্গ-সঞ্চালন দক্ষতাকে বাড়ানো যায়, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধনও হয়। তাই খেলাধুলা, ব্যায়াম, অন্যান্য দেহচর্চামূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম (Exercise) দ্বারা দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গের শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। যদি তিনি লক্ষ করেন, কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী দৈহিক বিকাশের কোনো একটি দিকে পিছিয়ে আছে, তার জন্য তিনি ওই ধরনের বিশেষ ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করতে পারেন। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে, বিদ্যালয়ের কর্মসূচির মধ্যে এমন সব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular activities) রাখবেন, যাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দেহ সঞ্চালনের সুযোগ পায়। বিশেষভাবে, খেলাধুলা, হাতের কাজ, দৈহিক শ্রমমূলক কাজকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক শারীরশিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা এই দিক থেকে শিক্ষকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠদানের কাজ ও দৈহিক বিকাশ

অন্যদিকে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে শিক্ষার কাজে শিক্ষককে লাগাতে হবে। আমরা জেনেছি, বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিকে দৈহিক বিকাশ হয়। এই জ্ঞানকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদান কাজে লাগাবেন। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিক্ষককে এদিকে নজর দিতে হবে এবং তাদের এইসব চাহিদা যেন তারা সহজে মেটাতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে। বিশেষভাবে

কৈশোরের শিক্ষার্থীদের যে যৌনগ্রন্থির বিকাশ হয়, তার ফলে তাদের মধ্যে অনেক কিছু জানার কৌতূহল দেখা দেয়। শিক্ষার মধ্যে এই সংক্রান্ত জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় শিক্ষককে সেদিকে নজর দিতে হবে। মস্তিষ্কের কোষের বিকাশের ফলে, শিক্ষার্থীদের গ্রহণাত্মক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ে। তার এই বিকাশের ধারাকে লক্ষ করে তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে না পারলে তার বিকাশে পরিপূর্ণ করা হবে না।

সবশেষে, একটি কথা মনে রাখা দরকার, অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির বুদ্ধির (Intelligence) সম্পর্ক আছে। সুতরাং শিক্ষক চেষ্টা করলেও সব সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে বৌদ্ধিক বিকাশ হয়, তার থেকে কিছু ফল তিনি দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করতে পারেন। অনেক সময়, দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা, ওই বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দেহ-সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান যদি শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়, তা হলে তাদের দৈহিক বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করা হয়। এই ব্যাপারেও জ্ঞান শিক্ষক ছাত্রদের দেবেন।

১৪ প্রক্ষোভিক বিকাশ

(Emotional Development)

প্রক্ষোভিক বিকাশ কী?

'মানসিক বিকাশ' বলতে আমরা মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতার বিকাশকে বলেছি। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া ছাড়া মানব মনের আরও এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো জন্মের পর থেকে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার বিকাশ মানুষের আচরণকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভ (Emotion) মানুষের মনের এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের আচরণ অনেকাংশে তার প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রক্ষোভ সব সময়ই কোনো না কোনো দৈহিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই আচরণকে বলা হয় **প্রক্ষোভমূলক আচরণ** (Emotional behaviour বা Emotional reaction)। ব্যক্তির জন্মের পর থেকে এইসব প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় **প্রক্ষোভিক বিকাশ** (Emotional development)। কিন্তু এই প্রক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জন্মাবস্থায় শিশুর মধ্যে কী কী প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া থাকে তাই নিয়ে। প্রক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, জন্মাবস্থায় এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি কী রকম থাকে? অনেক মনোবিদ্ মনে করেন, জন্মমুহূর্ত থেকেই মানবশিশু প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম। সুসান আইজাক্স (Susan Issacs) বলেছেন, মানব শিশুর মধ্যে জন্মাবস্থায় **চার ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে— ভয়** (Fear), **রাগ** (Anger), **ভালোবাসা** (Love) এবং **ঘৃণা** (Hate)। **ওয়াটসন** (Watson) বলেছেন, সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে তিন রকম আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়—**ভয়** (Fear), **রাগ** (Anger), এবং **ভালোবাসা** (Love)। **শেরম্যান** (Sherman) বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া থাকে ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃতি বয়স্কদের মতো অত পরিষ্কার বা স্বচ্ছ নয়। পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশুর প্রক্ষোভ জন্মাবস্থায় খুব অস্বচ্ছ (Vague) থাকে এবং তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। শিশুর প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশের সপক্ষে মনোবিদ্ **ব্রিজ** (K.Bridges) দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর পরীক্ষা থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই উল্লেখ করলাম। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, সদ্যোজাত শিশু উদ্দীপকের পৃথকীকরণ না করেই, প্রতিক্রিয়া করে। ফলে, অনুভূতিরও পৃথকীকরণ হয় না। তিনি বলেছেন, তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে থাকে **আনন্দ** (Delight) এবং **দুঃখ** (Distress) ভাব। পরবর্তীকালে দেখা গেছে আনন্দবোধ, হর্ষ (Elation), স্নেহ (Affection) ইত্যাদি প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে পৃথকীকৃত হয়। আর দুঃখবোধ ও রাগ (Anger), ভয় (Fear), বিরক্তি (Disgust) ইত্যাদি প্রক্ষোভের মাধ্যমে পৃথকীকৃত হয়।

যাইহোক, বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, বয়স্কদের প্রক্ষোভ ও শিশুদের প্রক্ষোভের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে প্রক্ষোভের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিপূর্ণ হবে না। শিশুদের প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য হল—

।। এক ।। শিশুদের প্রক্ষোভের তীব্রতা (Intensity) খুব বেশি থাকে। বয়স্করা, যেমন নিজেদের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শিশুরা তা পারে না। সামান্য উদ্দীপনার প্রভাবে তারা যেভাবে উত্তেজিত হয়, তীব্র উদ্দীপনার দ্বারাও সেভাবে উত্তেজিত হয়।

।। দুই ।। শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থা খুব স্বল্পস্থায়ী হয় এবং প্রক্ষোভমূলক অবস্থার রেশ (Mood) বয়স্কদের মতো তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। হঠাৎ-ই তারা খুব বেশি উত্তেজিত হয় এবং হঠাৎ আবার ঠান্ডা হয়ে যায়।

।। তিন ।। শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতা (Shifting of emotion) একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য,

যা বয়স্কদের মধ্যে একেবারে দেখা যায় না। এখুনি কোনো বিষয়ে রাগ বা দুঃখ, আবার পরমুহূর্তে আনন্দ। এ ধরনের হঠাৎ পরিবর্তন শিশুদের মধ্যেই কেবল লক্ষ করা যায়।

।। চার ।। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত আচরণই প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ তারা বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

।। পাঁচ ।। শিশুদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াকে শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে একটি স্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে।

শিশুর প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য	বয়স্কদের প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য
১। অনিয়ন্ত্রিত এবং তীব্র।	১। নিয়ন্ত্রিত এবং অপেক্ষাকৃত কম তীব্র।
২। স্বল্পস্থায়ী।	২। দীর্ঘস্থায়ী।
৩। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া সদা পরিবর্তনশীল।	৩। অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনশীল।
৪। বেশির ভাগ আচরণের উৎস প্রক্ষোভ।	৪। প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত আচরণের সংখ্যা কম।
৫। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া শিক্ষার দ্বারা সহজে পরিবর্তন করা যায়।	৫। বয়স্ক জীবনে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার একটি স্থায়ীরূপ দেখা যায়।

প্রক্ষোভিক বিকাশের বিভিন্ন দিক

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে আমরা তার প্রক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বিকাশের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করার দরকার। প্রক্ষোভিক বিকাশ হয় দু'দিক থেকে। **প্রথমত** ❑ এই বিকাশের ফলে শিশুর প্রক্ষোভিক উদ্দীপকের (Emotional excitant) পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, যেসব অবস্থা শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। তাদের পরবর্তীকালে পরিবর্তন হয়। **দ্বিতীয়ত** ❑ বিকাশের ফলে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া (Emotional reaction) বা বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিশুরা প্রাথমিক স্তরে যেভাবে অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া করে, তারও পরিবর্তন হয়। আমরা এই দু'ধরনের বিকাশ সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

[এক] প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ

Development of Emotional Excitation

উদ্দীপনার বিকাশ— প্রাথমিক উদ্দীপনা

প্রথম অবস্থায় জন্মের পর থেকে প্রায় দু'বছর পর্যন্ত শিশুদের প্রক্ষোভ সাধারণত তাদের প্রাথমিক চাহিদার (Basic needs) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, যে-সব পরিস্থিতি বা উদ্দীপক তার নিজের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে না বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে, সেগুলোই শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বাড়তে থাকে, ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ হয়। ফলে, পূর্বে যে-সব পরিস্থিতি বা উদ্দীপককে সে কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করত, তাদের তাৎপর্য নতুনভাবে তার কাছে প্রতিভাত হয়। উদ্দীপনার সীমাও স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হয়। এখন যে-সব উদ্দীপক শিশুর বা ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ব্যাহত করে, তারাও তার মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। যে ভয় শিশুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে কেবল উচ্চ শব্দ (Loud Sound) বা অবলম্বনের মুক্ততা (Loss of support) থেকে আসত, তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানারকম উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। সে কুকুর দেখে ভয় পেতে পারে; আত্মীয় পরিজনের বিপদে তার ভয় আসে।

এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিকাশের ফলে, এবং স্মরণক্রিয়া ও সময় সম্পর্কে ধারণার বিকাশের ফলে, প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ হয়। কল্পনার বিকাশও প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিস্তৃতিতে সাহায্য করে। শিশুর বর্তমান, অতীত

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে থাকে। (ছয়) সবশেষে, প্রক্ষোভের বিকাশের উপর মানসিক বিকাশের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। ভাষার বিকাশ, ধারণার বিকাশ, প্রত্যক্ষণের বিকাশ, সবই শৈশবের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। ব্যক্তির সামাজিক বিকাশও (Social development) তাঁর আবেগকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভিক বিকাশের গুরুত্ব

Importance of Emotional Development in Individual's Life

ব্যক্তিজীবন ও প্রক্ষোভিক বিকাশ

মানুষকে আমরা বিচার বুদ্ধিশীল জীব বলে আখ্যা দিলেও, তার অনেক আচরণই যে প্রক্ষোভ দ্বারা নির্ধারিত, সে বিষয়ে বর্তমানে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। মানুষের প্রক্ষোভিক জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে না জানলে তার আচরণকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না। অন্তরের অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রটিকে অস্বীকার করলে তার প্রকৃত তাৎপর্য জীবনে থাকবে না। তা ছাড়া, সমাজে সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে প্রক্ষোভের সুষ্ঠু প্রকাশের প্রয়োজন আছে। সমাজ জীবনের সচেতন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জীবনের বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তাকে কখনই পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার অর্থ হল—বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলোকে সমাজসম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। এই ক্ষমতার বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। আর তাকেই আমরা বলছি প্রক্ষোভিক বিকাশ। এই কারণে প্রক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, ব্যক্তির প্রক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিসত্তা (Personality) বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তার শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দিক নিরূপণ করে দেয় এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তায় তাহা যে রূপ ধারণ করে, তা দিয়েই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ প্রকাশমান হয়।

শিক্ষা ও প্রক্ষোভিক বিকাশ

Education and Emotional Development

সূচনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা। ব্যক্তিজীবনের বিবেচনায় বিকাশ শুধুমাত্র কোনো একদিকের বিকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। অনেকের ধারণা, শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির বিকাশের চেষ্টা করা হয়, এবং প্রক্ষোভ সেই বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিচারবিবেচনা (Rationality) এবং প্রক্ষোভ (Emotion) পরস্পর বিপরীতধর্মী। তাই মানুষের যৌক্তিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণ থেকে প্রক্ষোভের প্রভাবকে মুক্ত করার কথা এইসব চিন্তাবিদ বলেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে, মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, প্রক্ষোভ (Emotion) এবং বিচারবিবেচনা (Rationality) বিপরীতধর্মী নয়। বরং, তারা পরস্পরের পরিপূরক। তাঁরা মনে করেন, মানুষের যে-কোনো আচরণের পেছনে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায় প্রক্ষোভ। আর এই প্রেষণামূলক শক্তি ছাড়া কোনো উদ্দেশ্যমুখী কাজ হতে পারে না। উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষাকে বর্তমানে তাই প্রক্ষোভের গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রক্ষোভিক বিকাশের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। তাই শিক্ষকের এ বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমত ❑ শিশুরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন কতকগুলো প্রক্ষোভ ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। সেইসব প্রক্ষোভের বিকাশ হয় গৃহ পরিবেশে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে সেইসব প্রক্ষোভের যথার্থ সামাজিকীকরণ এবং অন্যান্য প্রক্ষোভিক শক্তিকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক শিক্ষার মূল মন্ত্র হল প্রেষণা। এই প্রেষণা প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই আসে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বজায় রাখতে হলে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যেসব প্রক্ষোভগুলো আছে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেগুলো শিশুরা

সহজে সমাধান করতে পারে এবং তার দ্বারা আনন্দ পায়। আনন্দদায়ক পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুপ্রাণিত করবে। তাই শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ দেবেন।

দ্বিতীয়ত ❑ শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য মনোভাব (attitude) বিকাশ করার দরকার। শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি মনোভাব (Attitude towards learning material), শ্রেণির অন্যান্য ছাত্রদের মনোভাব (Attitude towards other pupil), বিদ্যালয়ের প্রতি মনোভাব (Attitude towards school) এবং শিক্ষকের প্রতি মনোভাব (Attitude towards teachers), এ সবকিছুই তার শিক্ষার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। আর, এই ধরনের শিক্ষা-উপযোগী মনোভাব শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আসে। অর্থাৎ, বিদ্যালয় এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রক্ষোভগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষক এই দায়িত্ব কতটা সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থী কী কী গ্রহণ করবে এবং কী কী ত্যাগ করবে।

তৃতীয়ত ❑ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করতে হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রক্ষোভিক বিকাশ দুই স্তরে হয়। **প্রথমত** ❑ বিভিন্ন প্রক্ষোভের বা অনুভূতির পৃথকীকরণের মাধ্যমে এবং **দ্বিতীয়ত** ❑ বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই দুদিক থেকে শিক্ষককে কাজ করতে হবে। **প্রথমত** ❑ বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের দলগত কাজের ব্যবস্থা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক জীবনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির সঞ্চারে সহায়তা করবেন। যেমন—ভালোবাসা, সমবেদনা, ঘৃণা, করুণাবোধ ইত্যাদি। বিভিন্ন রকমের সহপাঠক্রমিক কাজ, যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে, সেইসব পরিস্থিতিতে এইসব অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হবে। অন্যদিকে শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভের বাহ্যিক আচরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো প্রক্ষোভ আছে, যেগুলোর অবাধ বহিঃপ্রকাশ সুস্থ জীবনের পরিচায়ক নয়। যেমন—ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি। রাগের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার্থীরা যখন তখন মারামারি করবে, এটা বিদ্যালয়ের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে এইসব প্রক্ষোভগুলোর নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। শিক্ষক এজন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এ সম্পর্কে আমরা **প্রক্ষোভ** অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

সবশেষে, একটি কথা মনে রাখা দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সাধন। আর সেই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক পরিণমন যাতে আসে তার চেষ্টা করা। প্রক্ষোভমূলক পরিণমন (Emotional maturity) বলতে আমরা সব বয়সের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থির মানের কথা বলছি না। বিশেষ বয়সের উপযোগী যে পরিমাণ প্রক্ষোভের বিকাশ হওয়া উচিত, তাই আনার চেষ্টা করতে হবে শিক্ষার দ্বারা। অর্থাৎ, 'পরিণমন' কথাটিকে আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। **হারলক্‌** (Hurlock)[1] 'প্রক্ষোভমূলক পরিণমন' বলতে জীবন বিকাশের বিশেষ স্তরে সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের ক্ষমতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বয়সানুযায়ী পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সহায়তা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। এর জন্য তিনি দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে খারাপ প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের শিক্ষা দেবেন, ভালো প্রক্ষোভগুলোর প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন; অন্যান্য সহশিক্ষার্থীদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করবেন; হতাশামূলক পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থীরা যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে নজর দেবেন; সকল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লাসকেও যাতে সংযতভাবে

1. "Emotional maturity involves the kind of living that most richly and fully expresses what a person has in him at a level of his development." — Hurlock : Educational Psychology : Skinner (ed).

১২ দৈহিক বিকাশ (Physical Development)

দৈহিক বিকাশ

এক সময়ে শিশুকে খাইয়ে দিতে হত সে আজ নিজে নিজেই খেতে পারে। কোনো সাহায্যেরই প্রয়ো... না। তাকে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে মা কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন, সে আজ নিজেই ... যায়। এক সময় সে ছোটো ছোটো হাত দিয়ে 'আয় চাঁদ' বলে চাঁদের দিকে হাত বাড়াত, তার হাত ... পর্যন্ত না পৌঁছোলেও আশেপাশের সব জিনিসেরই সে নাগাল পায়। এই পার্থক্য আরও অবাক ... জীবনপরিসরকে আরও বিস্তৃত করি। মাতৃগর্ভে জীবনস্পন্দনের প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু ... জীবনপরিসর, তার কথা যদি চিন্তা করি, তা হলে এ পার্থক্য আরও অনেক প্রকট হয়ে ওঠে। ... ব্যক্তিজীবনের দৈহিক বিকাশ হচ্ছে। এই দৈহিক বিকাশ দু'ধরনের। একটি হল দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ... এবং অপরটি হল তাদের ক্রিয়ার বিকাশ। এই দু'ধরনের বিকাশই ব্যক্তিজীবনের অন্যান্য বিকাশের ... করে; ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা ... গেলে প্রথমে তার দৈহিক বিকাশ সম্পর্কেই উল্লেখ করতে হয়। দৈহিক বিকাশের উপর যেসব গবেষণা ... তা বিশ্লেষণ করলে দৈহিক বিকাশের ধারার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সে বৈশিষ্ট্যগুলো ...

দৈহিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

।। এক।। মানুষের দৈহিক বিকাশ বিশেষ ছন্দে হয়। ঠিক ঢেউ-এর তালের মতো। সমান হারে ... সময় লক্ষ করা যায় না। কোনো সময়ে বিকাশের হার বেশি আবার কোনো সময় কম, আবার বেশি ... ভাবে চলতে থাকে।

।। দুই।। দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশের নিজস্ব নিয়ম আছে। যে যার নিজের নিয়মে ... সাধারণভাবে একটি নিয়ম লক্ষ করা যায়, যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন 'Law of developmental ...tion'। এই নিয়ম অনুযায়ী দেহের উপরের অংশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর বিকাশ আগে হয়, পরে ... গুলোর হয়।

।। তিন।। দৈহিক বিকাশ আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এমনকি দেখা গেছে, ঋতু ... পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকাশের হারের পরিবর্তন হয়।

।। চার।। এই বিকাশের হার বয়সের তারতম্যেও তফাত হয়। সাধারণত দেখা গেছে, জন্ম থেকে ... বছর বয়স পর্যন্ত দৈহিক বিকাশের হার খুব দ্রুত হয়। কিন্তু পরে সেই হার কমে যায় এবং কৈশোরে ... আবার বেড়ে যায়।

আলোচনা

এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা ... করে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এখানে একটি কথা উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না ... তথ্য বা সিদ্ধান্তের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব, তার সবই বিদেশি শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা ... সুতরাং সব ফল বা সিদ্ধান্ত যে আমাদের দেশের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেই, এ কথা ঠিক না ... বিকাশের ধারা অনুশীলনের জন্য বিশেষ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের দেশে হয়নি। কয়েক ... জাতীয় শিক্ষা সংস্থার (National Institute of Education) মনোবিদ্যা বিভাগ (Department of Psychological foundation), এ ধরনের কাজে হাত দেন। সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে গবেষকরা ... এই বিকাশের অনুশীলন করা হয় বিশেষ বয়স সীমার ছেলেমেয়েদের। এই প্রকল্পের নাম ... 'Development Norm Project'। তাঁদের এক পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট ... করা হয়েছে। তবে তা শুধুমাত্র গবেষকদের জন্য। তার তথ্যকে প্রকাশ করার অনুমতি নেই। ... এখানে তার উল্লেখ করতে পারলাম না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, বিদেশি যেসব তথ্য ...

কাজ করার ক্ষমতাই যে শুধু বাড়ে তাই না, এই জাতীয় দৈহিক বিকাশ শিশুদের সামাজিক জীবনের বিকাশেও সহায়তা করে। এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

সঞ্চালন-মূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

।। এক ।। বিভিন্ন মানব শিশুর ঠিক জন্মের পরের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (Mass action) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র। যে-কোনো পরিস্থিতিতে তারা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ দেহের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু সঞ্চালনমূলক বিকাশের ফলে দেহের বিভিন্ন পেশির কাজ পৃথক হয়। অর্থাৎ সঞ্চালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে ক্রমশ বিশেষের দিকে (From mass action to specific action) অগ্রসর হয়।

।। দুই ।। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, দেহের বড়ো বড়ো পেশির সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ছোটো পেশির চেয়ে আগে হয়।

।। তিন ।। দেহ সঞ্চালনের বিকাশ দেহের উপর থেকে নীচের দিকে হয়। **হারলক** (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। একে বলা হয়, বিকাশের দিক নির্ণায়ক নিয়ম (Law of developmental direction)। বিকাশ মস্তিষ্কের সঞ্চালন থেকে শুরু হয় বলে একে **সেফালোকডাল প্রবণতা** (Cephalocaudal trend) বলা হয়।

।। চার ।। এই সঞ্চালনের বিকাশ দেহকাণ্ডের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অঙ্গে প্রথম হয়। পরে দূরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হয়। এই কারণে আঙুলের চেয়ে হাতের সমন্বয় আগে হয়। এই প্রবণতাকে বলা হয় **প্রক্সিমোডিস্ট্যাল প্রবণতা** (Proximodistal trend)।

।। পাঁচ ।। যুগ্ম অঙ্গগুলোর সঞ্চালন প্রথম স্তরে সমান থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ক্ষমতা একটি অঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ, শিশু অবস্থায় দুটো হাতই সমান চলে, কিন্তু পরে একটি হাতের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

।। ছয় ।। সঞ্চালনমূলক বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশি সঞ্চালনের পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশির শক্তির অপচয় কমে যায়। পেশি ঠিক প্রয়োজনীয় সঞ্চালনটুকুই করে। কোনো ছোট্ট একটি জিনিসকে ধরার জন্য শিশুরা সম্পূর্ণ হাতের সঞ্চালন করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে লক্ষ করা যায়, হয়তো শুধু আঙুল সঞ্চালন করে তাকে ধরা যায়।

।। সাত ।। সবশেষে এ কথা বলা যায়, সঞ্চালনমূলক বিকাশ একই হারে হয়। দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশের মতো তার হার কখনও বেশি বা কখনও কম হয় না। তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকতে পারে। কেউ হয়তো দেরিতে হাঁটতে শেখে, আবার কেউ হয়তো খুব কম বয়সে শেখে। কিন্তু প্রত্যেক শিশুর জীবনে হাঁটার জন্য যে পেশির সমন্বয় হয়, তা একই পর্যায় মেনে চলে।

ব্যক্তিজীবনের দৈহিক বিকাশের গুরুত্ব
Importance of Physical development in individual's life

ব্যক্তিসত্তা ও দৈহিক বিকাশ

দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ ও সেই সঙ্গে সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সুস্থ স্বাভাবিক দেহ সুস্থ মনের পরিচায়ক। দৈহিক শক্তি, দৈহিক কর্মক্ষমতা, দৈহিক আয়তন, ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। সমাজের অন্য ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের ক্ষমতা কী আছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাই দৈহিক বিকাশকে মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিসত্তা বিকাশের একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। মানসিক দিক থেকে এই দৈহিক বিকাশ একদিকে যেমন আত্মশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে, অন্যদিকে অন্যকে শ্রদ্ধা করার মনোভাবও জাগিয়ে তোলে। দৈহিক বিকাশ মানুষের মধ্যে এক পরিপূর্ণতার অনুভূতি আনে, যা স্বাভাবিকভাবে তাকে শৃঙ্খলা মেনে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে, দেহ সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor development) ব্যক্তির কর্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলে। যথার্থ বয়সে ব্যক্তির মধ্যে যদি যথার্থ সঞ্চালনমূলক ক্ষমতার বিকাশ না হয়, তা হলে হীনম্মন্যতার ভাব তার জীবনের

ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব
Importance of Social Development on Individual's life

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-চেতনা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সার্থক সমাজজীবন যাপনের মধ্যেই তার জীবনের চরম অভিব্যক্তি সম্ভব হবে। এই সমাজজীবনের সফলতা কেবলমাত্র ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কেবলমাত্র সুখস্বচ্ছন্দ্যের তাড়নায় দলবদ্ধভাবে বাস করাই তার কাম্য নয়। যে দলের মধ্যে সে বাস করবে, তার আদর্শকে গ্রহণ করার তাদের সঙ্গে অভিন্নতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ও দলের সামগ্রিক আশাআকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে তার জীবনের সার্থকতা সে উপলব্ধি করবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্য ব্যক্তির যথাযোগ্য সামাজিক বিকাশ প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে না, সে যতই জ্ঞানী হোক না কেন তাকে আমরা আদর্শ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করতে পারি না। তাই সামাজিক অভিযোজন (Social adjustment) ব্যক্তিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সামাজিক অভিযোজন নির্ভর করে ব্যক্তির সামাজিক স্তরের (Level of social maturity) উপর। এই সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন করাও সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থের প্রভাব মুক্ত হয়ে সামাজিক ঘটনাগুলোকে বিচার করতে হবে। এই ক্ষমতার ব্যক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। আবার সমাজ একটি গতিশীল (Dynamic) সত্তা। তার এই গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তির মধ্যে সমাজচেতনা যদি সঠিকভাবে না জাগে, তা হলে সে কখনই সক্রিয়ভাবে সমাজজীবনের প্রগতিতে অংশগ্রহণ করবে না। ব্যক্তির মধ্যে এই সমাজচেতনা তার স্বাভাবিক বিকাশের ফলেই আসবে। মানুষের জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, তার উপর সামাজিক বিকাশের প্রভাব অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। সুতরাং সামাজিক বিকাশের কথা বাদ দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের কথাকে কল্পনা করাই যায় না। এর অভাব, তার দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক বিকাশের সুফল সবই ব্যর্থ হবে যদি না তার যথাযথ সামাজিক বিকাশ হয়। ব্যক্তির সকল রকম শক্তিকে, সব কিছু বুদ্ধিকেই তার সামাজিক উপযোগিতার দ্বারা সবশেষে বিচার করা হবে। সামাজিক সাফল্য দিয়ে বিচার করা হবে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার। তাই সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশ
Education and Social Development

সূচনা

মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি, শিশুর এই সব দিকের বিকাশ তার শিক্ষাকে (Education) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তবে এর বিপরীত প্রভাবও আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, শিক্ষার দ্বারা বিকাশকে প্রভাবিত করা যায়। তাই শিশুর সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশি। শিক্ষার দ্বারা কীভাবে শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করা যায়, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

সহানুভূতির গুরুত্ব ও বিকাশ

সহানুভূতি (Sympathy) ব্যক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের মূলে এই সহানুভূতি বিশেষভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সহানুভূতির পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, তা হল মমত্ববোধ (Identification)। এই মমত্ববোধ যত বাড়বে সহানুভূতির পরিমাণও তত বাড়বে। এই মমত্ববোধ শিশুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আসবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা যাতে শিক্ষার্থীরা পায়, তার সুযোগ করে দেওয়া। দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দিতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সহানুভূতির মনোভাব বিকাশ হয়। তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা সব সময় ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষক যে পরিমাণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারবেন, শিক্ষার্থীরা তত বেশি পরিমাণে এই গুণের অধিকারী হবে। তাই সহানুভূতি বিকাশে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বও অনেকখানি

আছে। তা ছাড়া এই সহানুভূতির বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের উপর। সুতরাং এই গুণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে।

সহযোগিতার (Co-operation) এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনে ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করতে না পারে, তা হলে সে কখনই তুষ্টি পাবে না। তাই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে এই সহযোগিতামূলক মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা। বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের উপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব জাগ্রত হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমেও শিশুদের মধ্যে এই সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করা যায়। সহযোগিতার বিরুদ্ধে কাজ করে, এ রকম সব প্রক্ষোভের বিকাশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন—ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদি অনুভূতিগুলো তারা যাতে যথেচ্ছ প্রকাশের সুযোগ না পায় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

প্রতিযোগিতামূলক (Competition) মনোভাব সামাজিক বিকাশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিযোগিতার মনোভাবের জন্য ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন উভয়েরই উন্নতি হয়। তাই বিদ্যালয়ে, এই ধরনের মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত না হয়, সেদিকেও নজর রাখার দরকার। প্রতিযোগিতা যদি সহযোগিতাকে ব্যাহত করে, তা হলে সে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিজীবনের সহায়ক হবে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন কাজে উৎসাহিত করে এই মনোভাব জাগ্রত করতে পারেন।

এ ছাড়া আরও অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমরা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি। যেমন, বন্ধুভাব, নেতৃত্ব ইত্যাদি। কিন্তু কিছু কিছু প্রবণতা আছে যারা সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—নিয়মানুবর্তিতার অভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, সব কিছুর প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি। এইসব প্রবণতাগুলোকে শিশুর মধ্যে থেকে দূর করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। প্রয়োজনে, আলোচনা এবং প্রকাশের সুযোগের অভাব ঘটিয়ে শিক্ষক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দূর করতে পারেন।

সবশেষে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষককে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। তাই সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমাজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। যে সব কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়, সেগুলোকে পাঠক্রমের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলোর চর্চার সুযোগ পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(v) পাঁচ ❑ সামাজিক বিকাশের ফলেই ব্যক্তি [illegible] সামাজিক পরিবেশে অভ্যাসের সাহায্যে গ্রহণ করে।

(vi) ছয় ❑ সামাজিক বিকাশ, বিকাশের অন্যান্য দিক যেমন, দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের উপর নির্ভর করে।

(vii) সাত ❑ সামাজিক বিকাশের দ্বারা ব্যক্তি সামাজিক ঐতিহ্যকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে (Comprehension of social heritage) [illegible] নির্ভর করে।

(viii) আট ❑ সামাজিক বিকাশ বিভিন্ন স্তরে ধীরে ধীরে হয় এবং ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত হতে থাকে।

(ix) নয় ❑ সামাজিক বিকাশ বিভিন্ন বয়সে [illegible] এই সামাজিক বিকাশের এইসব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যক্তির জীবনে বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সামাজিক বিকাশকে আমরা দুটি দিক থেকে বিচার করব। প্রথমত ❑ সামাজিকী-করণ (Socialization) বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়ত ❑ তার সামাজিক পরিণমনের (Social maturity) বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। সামাজিকী-করণ (Socialization) এবং সামাজিক পরিণমন দুটি কথাই বিশেষভাবে সামাজিক বিকাশের [illegible]।

[এক] সামাজিকী-করণ
Socialization

সামাজিকী-করণ কী?

জন্মাবস্থায় শিশু একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক (Ego-centric) থাকে। সব কিছুকে নিজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করে। লিউইন (K. Lewin) শিশুর এই অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বদ্ধ একটি তন্ত্রের (Closed system) সঙ্গে তুলনা করেছেন। [illegible] আত্মকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে শিশুর এই অবস্থায়। আত্মকেন্দ্রিক এই পরিধির বাইরে সে কোনো প্রতিক্রিয়াই করতে পারে না। শিশুর এই অবস্থাকে মনোবিদ্গণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একে আমরা প্রাক-সামাজিক আচরণ (Pre-social behaviour) বলতে পারি। এই অবস্থায় লক্ষ করা যায়, শিশুদের অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই, এমনকি, প্রাণী ও অন্যান্য নির্জীব পদার্থের মধ্যেও তার কাছে কোনো তফাত নেই। কেবলমাত্র কতকগুলো উদ্দীপক হিসাবে বিবেচনা করে তাদের সম্বন্ধে প্রতি সে প্রতিক্রিয়া করে থাকে। মনোবিদ্ বুলার (Buhler)[1] তাঁর বিভিন্ন অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অন্যান্য শিশু এবং জন্মের পর প্রায় দুই মাস সময় পর্যন্ত শিশু কেবলমাত্র কতকগুলো তীক্ষ্ণ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ বা সামাজিকীকরণ শুরু হয়। **বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দ্বারা সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ আত্তীকরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সামাজিকীকরণ।** মনোবিদ্ ক্রো এবং ক্রো (Crow & Crow) বলেছেন, শিশুদের খেলার মধ্যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আচরণ থেকে সামাজিক আচরণ সম্পাদনের দিকে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।[2] এই বিকাশ হয় ধীরে ধীরে।

জন্ম থেকে ২ বছর

শিশু প্রথম একমাস বয়সে তার পাশাপাশি মানুষের সম্পর্কে সচেতন হয়। দ্বিতীয় মাসে লক্ষ করা যায়, সে মানুষের প্রতি হাসির দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে। মা-কে চিনতে শেখে। তিন মাস বয়সে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়, শিশুরা কেউ পাশে এলে কান্না বন্ধ করে দেয়। কাছ থেকে কেউ চলে গেলে কাঁদতে আরম্ভ করে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়সে আদর করা বা বকাবকি করার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নতুন কোনো লোককে চিনতে পারে এবং তার কাছে যেতে চায় না। আট থেকে নয় মাসের মধ্যে বড়দের কথা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এমনকি, কিছু কিছু আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এক বছর বয়সে সে 'না' বুঝতে শেখে এবং 'না' করলে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রায় দেড় বছর বয়সে

1. From birth of Maturity- Buhler
2. "Child's play activities illustrate progressive change from individualization towards socialization."– Educational Psychology : Crow & Crow

বার মধ্যে বয়স্কদের মতো অনীহা (Negativism) দেখা যায়। কিন্তু এই বয়সের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এই বয়সে শিশুরা সমবয়সিদের চেয়ে বয়স্কদের প্রতিক্রিয়া করতে পছন্দ করে। এর থেকে বোঝা যায়, তাদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া করার একটি দিকের বিকাশ হয়েছে। এই বয়সে সে নিজে নিজেই খেলতে ভালোবাসে বা বড়দের সঙ্গে খেলা করে। অন্য সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে খেলা পছন্দ করে না।

দুই-ছয় বছর পর্যন্ত

দু'বছর বয়সের পর শিশুদের মধ্যে সঙ্গীদের সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম সে সমবয়সিদের সঙ্গে বোঝাপড়া মানিয়ে খেলা করতে পারে না। তখনও সব কিছুকে নিজের অধিকারে পেতে চায়। কিন্তু তিন বছর বয়সের পর তার মধ্যে সহযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায়। নিজের খেলনা সম্পর্কে গর্ববোধও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই সময়কার সহযোগিতা (Co-operation) ও আত্মগর্ববোধের (Self-pride) প্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সামাজিক বিকাশের পরিচায়ক। এ ছাড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Rivalry), সমবেদনা (Sympathy), কলহ (Quarrelling) ইত্যাদির মতো সামাজিক প্রবণতা (Social inclination) এই সময়ে শিশুর মধ্যে বিকাশ হয়।

ছয়-বারো বছর পর্যন্ত

ছ'বছর বয়স থেকে তার মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও বেশি করে লক্ষ করা যায়। এই বয়সে শিশু দলবদ্ধভাবে খেলা করতে ভালোবাসে। এই দলবদ্ধভাবে খেলার সময়, নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শিশুর এই বয়সের আচরণ তার দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে এই ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায়। দলের প্রতি আনুগত্য (Group loyality) এই সময়কার সামাজিক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এই বয়সে ছেলেরা, মেয়েদের সঙ্গে খেলতে লজ্জা পায়, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

বারো বছর পরে

বারো বছর বয়সের পর তারা যখন কৈশোরে এসে পৌঁছায়, তখন তাদের সামাজিক বিকাশও একটি সুনির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দলের প্রতি আনুগত্য আরও বেশি বেড়ে যায়। সহযোগিতাও খুব বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। সমবেদনাবোধও ক্রমভাবে বিকাশ লাভ করে। সামাজিক দিক থেকে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই বয়সে তারা যে দল গঠন করে তা অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়। এমনিভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু, এই সামাজিক বিকাশের শেষ উদ্দেশ্য কী? কোন্ লক্ষ্যে ব্যক্তি পৌঁছতে চায় সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে, সে সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব।

[দুই] সামাজিক পরিণমন
Social maturity

সামাজিক পরিণমন কী?

সামাজিক বিকাশের চরম উদ্দেশ্য হল সামাজিক পরিণমন (Social maturity)। আমরা সাধারণ কথায় বলি ছেলেমানুষি করো না। এর দ্বারা আমরা কী বোঝাতে চাই? কোনো আচরণ যা ছোটো ছেলেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, তা করতে নিষেধ করা হয়। অর্থাৎ যে আচরণকে আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিণমনমূলক আচরণ বলে থাকি, তা বয়স্করা করলে— তাকে সামাজিক অপরিণতের পরিচায়ক হিসাবে বিবেচনা করি। সুতরাং, পরিণমন কথাটি এখানে আমরা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করছি। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ বয়সের বা পর্যায়ের সামাজিক পরিণমন বলতে আমরা সেই বয়সের উপযোগী সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝাই। একটি তিন বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে ছ'বছর বয়সের ছেলের সামাজিক পরিণমনের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই আমরা সামাজিক বিকাশের দিক থেকে পরিণত বলব, যদি তারা তাদের বয়সের উপযোগী সব বৈশিষ্ট্যগুলো সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে পারে। বিশেষ বিশেষ বয়সের সামাজিক পরিণমন পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এইসব অভীক্ষার মধ্যে ভাইনল্যান্ড সোশ্যাল ম্যাচুরিটি স্কেল (Vineland social maturity scale) খুবই উপযোগী। এই অভীক্ষায় প্রত্যেক বয়স-শ্রেণিতে (Age

১৫ সামাজিক বিকাশ
(Social Development)

সামাজিক বিকাশ কী?

জন্মাবস্থায় শিশুকে আমরা না পারি সামাজিক বলতে, না পারি তাকে অসামাজিক বলতে। তাকে কেবলমাত্র সজীব সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই সজীব সত্তার বৈশিষ্ট্য হল খুব সীমিত পরিবেশে নিজের দেহ-সংগঠনের মাধ্যমে সে অভিযোজন করতে পারে। কিন্তু, মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, জন্মমুহূর্ত থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য এমনকি, অনেক প্রয়োজনীয় জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য, তাকে অন্যের উপর নির্ভরই করতে হয়। দেখা গেছে, অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত, তার নির্ভরতার কাল তত বেশি। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে তার শৈশবকালও (Infancy) সবচেয়ে দীর্ঘ। অন্য কোনো প্রাণীই এত বেশি সময় ধরে বাবা মা, বা অন্য বয়স্কদের উপর নির্ভর করে থাকে না। কিন্তু এই নির্ভরতা শুধুমাত্র তার জৈবিক ক্ষমতার ধীরে ধীরে বৃদ্ধির অপেক্ষায় নয়; এই অসহায় জীবনাবস্থায় সে নানা রকম বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। এই অবস্থায় তার একদিকে যেমন দৈহিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়, অন্য দিকে কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ হয়। তার এই অসহায় অবস্থায় জৈবিক প্রয়োজন যারা মেটাচ্ছে তাদের প্রতি সে প্রতিক্রিয়া করে এবং এর মাধ্যমে অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। শিশুর এই স্তরের বিকাশ এতই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে ঠিকভাবে পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেমন ভাষার বিকাশ, যাকে আমরা মানসিক বিকাশের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করি, তার অনেকখানিই সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত। কারণ, ভাষার বিকাশ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং ওই কৌশলের মাধ্যমেই ভাষার বিকাশ হয়। আবার দেহ সঞ্চালনের বিকাশের ফলে অনেক রকম সামাজিক আচরণের বিকাশ হয়। ঈর্ষা (Jealousy), স্নেহ (Affection), সমবেদনা (sympathy) ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশকে সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত করতে পারি। মনোবিদ্ পাওয়ার্স (E.F.Powers) সামাজিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, **সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সার্থক উত্তরাধিকারী করায় এবং সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল আচরণ ধারার অধিকারী করায় ব্যক্তিজীবনে যে বিকাশের ধারা সতত ক্রিয়াশীল, তাই হল সামাজিক বিকাশ** (Social development)[1]। অর্থাৎ, সমাজ-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিজীবনের সব সময় যে সচেতন প্রচেষ্টা চলছে, তারই ফলস্বরূপই তার সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে।

সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, তার বিকাশের ধারাকে সার্থকভাবে অনুশীলন করা যাবে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

।।এক।। জন্মাবস্থায় শিশুর মধ্যে কোনো সামাজিক বৈশিষ্ট্যই থাকে না। তার মধ্যে কোনো রকম সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না বলে, তাকে আমরা অসামাজিকও বলতে পারি না।

।।দুই।। পরবর্তীকালে জীবন বিকাশের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতা রেখে, ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিকাশও শুরু হয়। প্রথমে সাধারণ ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে অভিযোজনের সব রকম কৌশলই সে আয়ত্ত করে।

।।তিন।। এই সামাজিক বিকাশের ধারা সতত উন্নতশীল (Progressive)।

।।চার।। সামাজিক বিকাশ সমাজ-পরিবেশেই সম্ভব। আদর্শ সমাজ-পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে। পৃথক, কৃত্রিম পরিস্থিতিতে তার বিকাশ সম্ভব নয়।

1. "Social growth can be defined as the progressive improvement through directed activity of the individual in the comprehensive of social heritage and the formation of flexible conduct patterns of reasonable conformity with this heritage."
— Powers : Educational Psychology (Skinner, ed.)

দ্বিতীয়ত ❑ ভাষার বিকাশ, তিন থেকে আট বছর বয়সের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে হয়। **তৃতীয়ত** ❑ ভাষার বিকাশের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে সব সময়ে এগিয়ে থাকে। **চতুর্থত** ❑ ভাষার বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। **পঞ্চমত** ❑ পড়তে শেখার পূর্বে কথা বলার ক্ষমতার বিকাশ হয়।

[চার] চিন্তন ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতার বিকাশ
Development of Thinking and Problem solving

শিশুর চিন্তন ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে তার ধারণার বিকাশ ও ভাষার বিকাশের উপর নির্ভর করে। চিন্তন নির্ভর করে বিমূর্ত সংকেত নিয়ে আলোচনা করার উপর। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন চিন্তন ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অনেক বেশি বয়সে বিকাশলাভ করে। শিশুদের যুক্তির ক্ষমতা থাকে না বলে তারা চিন্তা করতে পারে না বা সমস্যা সমাধান করতে পারে না। অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন, সাত বছর বয়সের পূর্বে চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ হয় না। আবার কেউ মনে করেন, সাত বছরের অনেক আগেই চিন্তাশক্তির বিকাশ শুরু হয়। তবে, সাধারণভাবে মনোবিদ্‌গণ একমত যে এগারো বছর বয়সের পর উন্নত ধরনের চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চিন্তনের বিকাশ সরলতম পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়। শিশুর প্রাথমিক চিন্তা বিশেষভাবে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়। পরে তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে। চিন্তনের বিকাশের আমরা তিনটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম, তার চিন্তন মূর্ত বিভিন্ন এক বস্তুকে (Concrete general) কেন্দ্র করে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তার ধারণার বিকাশের সঙ্গে চিন্তন মূর্ত সাধারণ বস্তুকে (Concrete particular) কেন্দ্র করে হতে থাকে। সবশেষ পর্যায়ে, চিন্তন, বিমূর্ত ধারণাকে (Abstract ideas) কেন্দ্র করে হতে থাকে।

সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চিন্তনের বিকাশ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও চিন্তনের মতোই বিকাশলাভ করে। প্রথম পর্যায়ে শিশুরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক সমস্যারই সমাধান করতে শেখে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির (Insight) প্রয়োগ অনেক পরে শিশুদের মধ্যে দেখা দেয়। প্রায় বারো-তেরো বছর বয়সে এই ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান বিশেষভাবে প্রচেষ্টা-ভুলের কৌশলের মাধ্যমে শুরু হয়। কিন্তু কৈশোরের সময় থেকে তারা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। অন্তর্দৃষ্টির বিকাশের ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে।

[পাঁচ] বুদ্ধির বিকাশ
Developmept of intelligence

মানুষের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার বৌদ্ধিক বিকাশের দিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের অনুশীলনের জন্য নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখানে বুদ্ধি সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার, বর্তমানে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বুদ্ধি সম্পর্কিত দু'রকমের ধারণা দেখা যায়। তাত্ত্বিক দিক থেকে বুদ্ধি এক মানসিক জন্মগত ক্ষমতা (Intelligence-B)। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না বা পরিমাপ করা যায় না। পরোক্ষভাবে তাকে আমরা বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করতে পারি। আর এই পরিমাপ দিয়ে যে বুদ্ধির সূচক পাই, তার সঙ্গে তাত্ত্বিক বুদ্ধির পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করব। তবে আমরা বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পর্কে যেসব তথ্য পরিবেশন করব, তা সেই বুদ্ধির, যাকে অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় (Intelligence-B)।

বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশের হার লক্ষ করলে দেখা যায়, শৈশবে এর বিকাশের হার খুব বেশি থাকে। পরে বাল্যকালে এই বিকাশের হার থাকে মাঝামাঝি এবং কৈশোরে এর হার আরও কমে যায়। প্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধির বিকাশের হার থাকে খুবই নগণ্য। আবার বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধির পরিমাণ কমতে থাকে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত সব মনোবিদ্‌ মেনে নেন না। **ফ্রিম্যান**

(F.N.Freeman) বিভিন্ন দলের বৌদ্ধিক বিকাশ কয়েক বছর ধরে অনুশীলন করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিশেষ দলের বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশ সব সময় সমতা রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ, যে দল (Group) বা ব্যক্তি দশ বছর বয়সে অপেক্ষাকৃত উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন থাকে, ষোলো বছর বয়সেও সে উন্নত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। আবার কম বয়সে যে স্বল্পবুদ্ধির পরিচয় দেয়, সে সারাজীবন ধরে স্বল্পবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। ফ্রিম্যানের পরীক্ষার ফল নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। যে দলকে অল্প বয়সে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দেখা গেছে তারা সমস্ত বিকাশের স্তরেই স্বল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আবার যারা বেশি বুদ্ধির পরিচয় অল্প বয়সে দিয়েছে, তাদের বিকাশের সমস্ত স্তর একই রকম দেখা গেছে। সুতরাং ফ্রিম্যানের এই তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি যে, বুদ্ধির

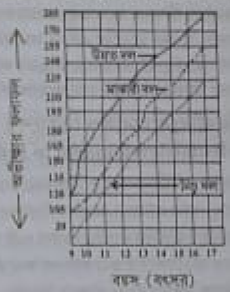

বিকাশ, যে বুদ্ধিকে আমরা অভীক্ষার দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তার বিকাশ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব হার (Rate) বজায় রাখে। বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.), যার দ্বারা আমরা বুদ্ধির পরিমাণ প্রকাশ করি, তা সব বয়সে সমান থাকে না। তার বিকাশ ধীরে ধীরে হয়, তবে এই বিকাশ নানা শর্তাধীন।

বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বুদ্ধির বিকাশ সংক্রান্ত আর একটি তথ্য নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন, তা হল ঠিক কোন্ বয়সে বুদ্ধির বিকাশ তার শেষ সীমায় পৌঁছোয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। **টারম্যান** (Tarman) বলেছেন, ষোলো বছর বয়সের পর বুদ্ধির আর বিকাশ হয় না। আবার **ভেক্সলার** (Wechler) বলেছেন, যারা উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশ কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, বৌদ্ধিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের তারতম্য লক্ষ করা যায় এবং কিছু কিছু বিকাশ, এমনকি প্রাপ্ত বয়সেও হয়।

[ছয়] স্মৃতি ও কল্পনার বিকাশ
Development of Memory and Imagination

মানসিক বিকাশের আর একটি দিক হল স্মৃতি ও কল্পনার ক্ষেত্রে। শিশুদের মধ্যে স্মৃতিটা একটি আবছা ছাপের মতো থাকে। **হারলক্‌** (Hurlock) এবং **সুয়ার্জ** (Schwartz) স্মৃতির বিকাশের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, এক বছর বয়সে প্রকৃত স্মৃতির ক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় শিশুর স্মৃতি প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাজ করে। কিন্তু দুই বছর বয়স থেকে লক্ষ করা যায়, শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বিমূর্ত নির্দেশ (Ideational instruction) স্মরণ করতে পারে। এই প্রথম দু'বছর শিশুর স্মরণ ক্রিয়া বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। সামগ্রিক কোনো পরিস্থিতিকে তারা স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে দেখা যায়, তারা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে পারে। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকে পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করার ক্ষমতা আরও পরে বিকাশ লাভ করে। স্মৃতির এই বিকাশ প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার বিকাশের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

[illegible] অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার নামকরণ করা হয় 'পাখি'। এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করা হয়। পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার নামকরণ করা হয়। প্রথম প্রথম শিশুদের ধারণা (Concept) অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের মাধ্যমে ধারণার বিকাশ হয়। প্রথম প্রথম শিশুদের ধারণা (Concept) কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেমন, বাবা-মা, বাড়ি-ঘর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। পরে, তাদের ধারণার আরও বিস্তৃতি হয়। পরবর্তীকালে বিমূর্ত (Abstract) বস্তু সম্পর্কেও সে ধারণা করতে পারে।

ধারণা বিকাশের বিভিন্ন দিক

এ ছাড়া, ধারণা-বিকাশের আরও কতকগুলো দিক আছে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এদের মধ্যে গভীরতা ও দূরত্বের ধারণা (Concept of distance and depth) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্মকালে এই গভীরতা ও দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না। পরে ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, ছয় বছর বয়স পর্যন্ত বস্তুর দূরত্ব ও গভীরতা সম্পর্কে শিশুদের সামান্য ধারণা থাকে। ঠিকমতো ভাবে, তারা দৈর্ঘ্য বিচার করতে পারে না। তবে তাদের সাধারণভাবে উঁচু-নীচু, কোনাকুনি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মায় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু দেখা গেছে, সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের গভীরতা ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। পরে শিক্ষার প্রভাবে নয়-দশ বছর বয়সের মধ্যে এ ধারণা বিমূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। যেমন, ম্যাপ দেখার ব্যাপারে যে ধরনের ধারণা প্রয়োজন, তার বিকাশ এই বয়সে হয়। সময় সম্পর্কে ধারণাও (Time concept) দেখা গেছে ধীরে ধীরে বিকাশ হয়। ব্র্যাডলি (N. C. Bradley) এক পরীক্ষা থেকে দেখেন, এই সময়ের ধারণা (Time concept) শিশুদের মধ্যে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। দেখা গেছে, পাঁচ বছর বয়সে, তাদের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। কিন্তু আরও সূক্ষ্ম সময় জ্ঞান পরবর্তীকালে বিকশিত হয়। নয়-দশ বছরের মধ্যে দেখা গেছে অনেক বেশি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। বারো থেকে তেরো বছরের ছেলেদের মধ্যে লক্ষ করা যায়, তারা বিশেষ সময়কাল (Duration) সম্পর্কে সঠিকভাবে বলতে পারে। এই বয়সের পরেও সময় সম্পর্কে ধারণার আরও বিকাশ হয়। এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না আসা পর্যন্ত তারা সূক্ষ্ম সময়কালের তফাত করতে পারে না। শিশুর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণাও (Number concept) ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। সংখ্যামূলক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা, স্মৃতির বিকাশ প্রভৃতি শিশুর সংখ্যার ধারণার বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন মনোবিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন, প্রায় এগারো-বারো বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সাধারণ পাটিগাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণাও শিশুদের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ (Cause-effect) সম্পর্কের বিকাশ নিয়ে এক পরীক্ষা করেন ডাৎসচে (Dutache)। তাঁর এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আট থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত গুণ (Quanitative and qualitative) সম্পর্কের ধারণার বিকাশ হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকেও অনেক ধারণা শিশুদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করে। যেমন—নিজের সম্পর্কে ধারণা (Concept of self) পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা (Concept of interpersonal relation), সৌন্দর্যবোধের ধারণা (Concept of beauty or aesthetic concept), ইত্যাদি ব্যক্তিজীবনের মানসিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজের সম্পর্কে ধারণা (Concept of self) প্রথম শুরু হয় নিজের দৈহিক অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে। প্রায় দেড় বছর বয়সে শিশুর মধ্যে এই দেহসচেতনতা দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে তার বিকাশ হয়। পরে ধীরে ধীরে নিজের সঙ্গে অন্যের তফাত করতে শেখে। এই পার্থক্যের বোধ থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা (Interpersonal relation) বোধ জাগে। বিশেষভাবে প্রতিবেশী এবং অন্যান্য দলের মধ্যে বাস করতে করতে এই ধারণার বিকাশ শিশুদের মধ্যে হয়। একইভাবে, সৌন্দর্যবোধের ধারণার বিকাশে সহায়তা করে।

মনোবিদ্‌গণ মানুষের জীবনের ধারণার বিকাশ অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সব রকমের ধারণা ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। তাঁরা এই ধারণার বিকাশের কয়েকটি পর্যায়ও নির্দেশ করেছেন। যেমন, দুই বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণভাবে শিশুদের কোনো ধারণার বিকাশ হয় না। তারপর দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো ধারণা জন্মায়। পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে দেখা গেছে তারা জটিল পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে তার সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করতে পারে। আট থেকে এগারো বছরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বস্তুকে কেন্দ্র করে ধারণা পরিপূর্ণ হয়। বারো বছর থেকে বিমূর্ত চিন্তাকে কেন্দ্র করে ধারণা জন্মাতে থাকে।

[তিন] ভাষার বিকাশ
Development of Language

ভাষার বিকাশ ও শব্দ ভাণ্ডারের বিকাশ

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু নয়, চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে। তা ছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করার জন্য ভাষা বিশেষভাবে সহায়তা করে। ভাষার বিকাশ প্রথমে শুরু হয় নাম দিয়ে। পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য শব্দ শেখে। প্রথমে শিশুর ব্যবহৃত ভাষার শব্দের (Word) মধ্যে বেশি বিশেষ্যের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে মোটামুটিভাবে মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য যেটুকু ভাষা জানার দরকার তা সে শিক্ষা করে। রোজেন্থাল (F. Rosenthal) তাঁর বিশেষ এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভাষার বিকাশ আর্থ-সামাজিক (socio-economic) পরিবেশের উপর নির্ভর করে। ব্রুডবেক্ এবং আরউইন (Broodbeck and Irwin) আর এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অন্যের ভাষার মধ্যেকার ভাবকে বোঝবার ক্ষমতা চর্চার উপর নির্ভর করে। যে শিশুরা খুব বেশি বয়স্কদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়, তাদের ভাষার প্রকাশভঙ্গির বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়। শুধু প্রকাশভঙ্গির বিকাশ নয়, শব্দ-ভাণ্ডারের বিস্তৃতিও ভাষার বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মনোবিদ্ সিশোর (R. Seashore) এক পরীক্ষা থেকে শিশুদের শব্দ-ভাণ্ডারের (Vocabulary) বিকাশের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত করেছেন। গড়ে, বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা কী পরিমাণ নতুন শব্দ আয়ত্ত করে তার তালিকা দেওয়া হল—

1.5	বছর	বয়সের	শিশুদের	শব্দ-ভাণ্ডারে	থাকে	প্রায় 10-12টি শব্দ
2.5	"	"	"	"	"	প্রায় 300টি শব্দ
4	"	"	"	"	"	প্রায় 5600টি শব্দ
5	"	"	"	"	"	প্রায় 9600টি শব্দ
6	"	"	"	"	"	প্রায় 14700টি শব্দ
7	"	"	"	"	"	প্রায় 21200টি শব্দ
8	"	"	"	"	"	প্রায় 26300টি শব্দ
10	"	"	"	"	"	প্রায় 34300টি শব্দ

ভাষা বিকাশের আর একটি দিক হল বাক্য (Sentence) প্রকাশের ক্ষমতার বিকাশ। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় ছয় বছরের মধ্যে বিকশিত হয়। এই বয়সে শিশুরা মোটামুটিভাবে সব রকম বাক্যই বলতে পারে। সার্থকভাবে শব্দ উচ্চারণ ক্ষমতারও বিকাশ এই বয়সের মধ্যে হয়। এই দু'ধরনের ক্ষমতাই শিশুর পড়ার ক্ষমতা (Reading ability) বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

ভাষার বিকাশের সাধারণ নিয়ম

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্‌গণ ভাষার বিকাশ সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্যক্তিজীবনে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এই সিদ্ধান্তগুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমত ☐ ভাষার বিকাশের হার শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের (Socio-economic condition) উপর নির্ভরশীল।